গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

এবং

সিনিয়র সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২৪ - জুন ৩০, ২০২৫

সূচিপত্র

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৯

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক ২০

সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ ২৩

সংযোজনী ৪-৮: সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনাসমূহ ২৫

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স জনসেবা/ সমাজসেবা প্রদানে অনবদ্ধ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ স্বাধীনতা পদক ২০২৩ পুরস্কার অর্জন করেছে। প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পসমূহের অধীনে গত তিন বছরে প্রায় ৭০টি ফায়ার স্টেশন চালু করায় বর্তমানে চালুকৃত স্টেশনের সংখ্যা ৫০৬টিতে উন্নীত হয়। নাগরিকের সুবিধার্থে নিজস্ব ফায়ার হটলাইন ১৬১৬৩ চালু করার মাধ্যমে দ্রুত দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। অগ্নিদুর্ঘটনাসহ অন্যান্য দুর্ঘটনা সফলতার সাথে মোকাবিলার মাধ্যমে ৭৩৩২৭টি অগ্নিদুর্ঘটনা ও ৩২৭১১টি অন্যান্য দুর্ঘটনা মোকাবিলা করে ৪৭৬৬ কোটি টাকার সম্পদ রক্ষাসহ ২৬৫৩০ জনকে জীবিত এবং ৫২০৩ জনকে মৃত উদ্ধার করা হয়। অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে বিগত ৩ বছরে ৪২১০১ জন রোগী পরিবহন করে প্রায় ১০ কোটি রাজস্ব আদায় করা হয়। কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি ও সেবার মান আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ১২০ জনকে পদক ও ২৭৬ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৬ মাস মেয়াদি বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে ২০৩৫ জনকে ফায়ার সেফটি বিষয়ক উচ্চতর প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮২২৫ জন নতুন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার ও ২৩০ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রশিক্ষণ, প্রায় ২১০০০টি অগ্নিনির্বাপণী মহড়া, ৯৩১০টি পরিদর্শন/সার্ভেসহ প্রায় ৬৫০০০০ জন জনসাধারণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া পাঠ্যপুস্তকে ফায়ার সার্ভিসের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তসহ স্টিল স্ট্রাকচার/অয়েল ফায়ার/গ্যাস ফায়ারফাইটিং প্রশিক্ষণের সিমুলেটর স্থাপন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সর্বোচ্চ টিটিএল গাড়ি ফায়ার সার্ভিসের বহরে যুক্ত করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

দুর্যোগে সাড়া প্রদান করে সময়মতো কাঙ্ক্ষিত সেবা মোকাবিলার পথে অপরিকল্পিত নগরায়ণ, আবাসিক এলাকায় কেমিক্যাল দোকান/গোডাউন স্থাপন, অগ্নিনির্বাপণের জন্য পর্যাপ্ত পানির উৎসের অভাব, স্থায়ী অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার স্বল্পতা, অপ্রশস্ত রাস্তাঘাট ও ট্রাফিক জ্যাম, জনসচেতনতার অভাব এবং পূর্বাতর সাংগঠনিক কাঠামো প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছে যা অব্যাহত সেবা প্রদানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

আধুনিক ও বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ পরিচালনার লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি' নামে একটি ফায়ার একাডেমি স্থাপন, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ সম্পন্নকরণ, নতুন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরি ও সতেজকরণ, গ্যাপ এরিয়াতে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ, হ্যাজমত ইউনিট স্থাপন, JICA এর অর্থায়নে আধুনিক হেডকোয়ার্টার নির্মাণসহ জনগণের দোড়গোড়ায় অ্যাম্বুলেন্স সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিভাগীয় সদর দপ্তরসহ ওয়ার্কশপ ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন স্থাপন, গ্যাপ এরিয়াতে ফায়ার স্টেশন স্থাপন, সাংগঠনিক কাঠামো যুগোপযোগিকরণের পদক্ষেপ হাতে নেয়া হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- অগ্নিকান্ডসহ অন্যান্য দুর্ঘটনায় শতভাগ সাড়া প্রদানসহ রোগী /আহত ব্যক্তিকে অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান করা হবে;
- অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ৩২০০টি পরিদর্শন পরিচালনা করা হবে;
- জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে ৬৭৬৫টি অগ্নিনির্বাপণী মহড়া ও ৬৮০০টি টপোগ্রাফি ও গণসংযোগ পরিচালনা করা হবে;
- অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১৫০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে;
- ১৫০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান, ১৩০০টি সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (আবসিক ভবনসহ) মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- ১৭০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীকে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- ৮২০ জন নতুন কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্রপ্রাপ্ত অধিদপ্তরের শূন্যপদ ৩০ জুন ২০২৫ এর মধ্যে পদোন্নতি/নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

এবং

সিনিয়র সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে ২০২৪ সালের .....জুন..... মাসের .....২৩..... তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

''অগ্নিকাণ্ডসহ সকল দুর্যোগ মোকাবিলা ও নাগরিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সক্ষমতা অর্জন''

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

''দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলা''

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ;
২. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
৩. জনসচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
৪. অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবা পরিচালনা;

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা এবং যে কোন দুর্ঘটনা/দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্য পরিচালনা করা;
২. দুর্ঘটনা ও দুর্যোগে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, গুরুতর আহতদের দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ এবং রোগীদের অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান;
৩. জনসচেতনতা ও সকল স্থাপনায় অগ্নি দুর্ঘটনারোধকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, মহড়া এবং দুর্ঘটনা-দুর্যোগ তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবেলার জন্য দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় টহল ডিউটি কার্যক্রম পরিচালনা করা;
৪. ওয়্যারহাউজ, ওয়ার্কশপ ও বহুতল ভবনের অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নপূর্বক ফায়ার লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রদান করা;
৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারকে কৌশলগত পরামর্শ প্রদান এবং আন্তর্জাতিক অগ্নি নির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থাসমূহের সঙ্গে লিয়াঁজো রক্ষা ও এতদসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সভা সেমিনারে প্রতিনিধিত্ব করা;
৬. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়নসহ অগ্নিনির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
৭. জান-মালের নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা;
৮. সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের অগ্নিনির্বাপণ প্রতিরোধ এবং বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৯. অধিদপ্তরের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে যুগোপযোগি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
১০. আইন অনুযায়ী সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে সেবা প্রদান ও সংঘটিত অগ্নিকান্ডের তদন্ত করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।